গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
গাজীপুর জেলা কার্যালয়
ধানসিড়ি টাওয়ার
বাড়ী-৪৮/১৪(৩য় তলা), ব্লক-এ, সার্ভি রোড
চান্দনা, জয়দেবপুর, গাজীপুর
www.doe.gov.bd

পরিবেশগত ছাড়পত্র

ছাড়পত্র নং: ১৮-১৩৯৩১

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে সংযুক্ত শর্তে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হলো :

প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম	:	Reedisha Knitex Limited
উদ্যোক্তার নাম	:	Md. Rezaul Karim
সনাক্তকরণ নং	:	১৬৮৯৭
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের কার্যক্রম	:	Captive Power Plant
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের শ্রেণী	:	Red
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ঠিকানা	:	Dhanua, Nayanpur, Sreepur, Gazipur
প্রদানের তারিখ	:	১১ নভেম্বর ২০১৮
মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	:	১০ নভেম্বর ২০১৯

এ ছাড়পত্র সনদের সাথে পৃথকভাবে সংযুক্ত প্রদত্ত শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে,
অন্যথায় ছাড়পত্র বাতিল/ক্ষতিপূরণ আদায়সহ যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিঃদ্রঃ এটি একটি সিস্টেম জেনারেটেড ছাড়পত্র এবং এতে কোনোরূপ স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই।

ছাড়পত্রটি যাচাই করতে ভিজিট করুন: http://ecc.doe.gov.bd/certificate_verification

পরিবেশগত ছাড়পত্র জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী:

১ . উদ্যোক্তার দাখিলকৃত আবেদপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র , ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরে মতামত পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৩৩ তম সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে কার্যবিবরনীতে বর্ণিত সিদ্ধান্ত নং (ক-৩৬) মোতাবেক ধনুয়া, নয়নপুর, শ্রীপুর, গাজীপুর- এ অবস্থিত রিদিশা নিটেক্স লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট) নামক জেনারেটরের মাধ্যমে ৪.৬৩৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কারখানাটির অনুকুলে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণসহ নিম্নোলিখিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হলো :

শর্তসমুহ :

২ . কারখানাটির কোন কর্মকান্ড ও উৎপাদন প্রক্রিয়া দ্বারা কোনভাবেই পরিবেশ দূষণ করা যাবে না।

৩ . কারখানায় সৃষ্ট সকল বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ অথবা পরিশোধনপূর্বক তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মতভাবে অপসারণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে ।

৪ . কারখানাটির বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে পরিবেশ দূষণমূলক কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে ও অত্র দপ্তর কর্তৃক তা প্রমাণিত হলে অত্র দপ্তরের নির্দেশিত নিয়ন্ত্রণ/সংশোধনমূলক ব্যবস্থাদি (স্থানান্তর/কার্যক্রম বন্ধসহ) গ্রহণ করতে আপনার প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকবে।

৫ . এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ১২৮৮ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

৬ . বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SOx, NOx, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পূনরায় চালু করা যাবে।

৭ . এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুনগতমান (SOx, Nox & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮ . কুলিং ওয়াটার পূনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

৯ . বায়বীয় বর্জ্য নির্গমণের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

১০ . Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।

১১ . বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

১২ . ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

১৩ . বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্ত¡রের নূন্যতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

১৪ . Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুনগতমান (SOx, Nox & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

১৫ . কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

১৬ . পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষনিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

১৭ . অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

১৮ . কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

১৯ . বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২০ . এই ছাড়পত্র জারীর তারিখ হতে পরবর্তী ১ (এক) বৎসরের জন্য বহাল থাকবে এবং মেয়াদ শেষ হবার অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে।

২১ . ছাড়পত্রের মূলকপি কারখানায় সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টিম বা কোন কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনে গেলে তাদেরকে ছাড়পত্র প্রদর্শনসহ কারখানার কার্যক্রম পরিদর্শনে সর্বাত্বক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। অন্যথায়, ইস্যুকৃত ছাড়পত্র বাতিলসহ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২২ . এ পর্যায়ে প্রাপ্ত ও পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে এ ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। পরবতীর্তে কোন তথ্য অসম্পূর্ণ, ক্রটিপুন, অসত্য কিংবা গোপণ করা হয়েছে মর্মে প্রমাণিত হলে সে পর্যায়েই এ ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

২৩ . ১নং অনুচ্ছেদ হতে ২২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তের কোনটি ভঙ্গ করলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আপনার কারখানার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (সংশোধিত ২০০২) অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।